****

মার্কসবাদ কি ? What is Marxism ?

মার্কসবাদ কি — এক কথায় এর জবাব দেওয়া সহজ নয় । তবে লেনিন (V. I.Lenin) কে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে মার্কস এর দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা মালাই হলো মার্কসবাদ। লেনিন বলেছেনঃ " Marxism is the system of the views and teachings of Marx" . কার্ল মার্কসই মার্কসবাদের প্রধান রূপকার । অসামান্য বিনয়ী এঙ্গেলসও বার বার একথা বলেছেন । মার্কস একটি মৌলিক ব্যবহারিক দর্শন (Philosophy of Praxis) গড়ে তোলার জন্য সারা জীবন ধরে আত্মত্যাগ করেছে । ইতিহাসে তা এক বিরল উদাহরণ । তবে এঙ্গেলসকে বাদ দিয়েও মার্কসবাদকে ভাবা যায় না । মার্কসের কর্মজীবনে এঙ্গেলস বৌদ্ধিক সহযোগিতা যেমন করেছেন , তেমনি আপদে - বিপদে , সহায় - সুহৃদ হয়ে সতত উপস্থিত থেকেছেন ।

এমিল বার্ণস বলেছেন , " মার্কসবাদ হল আমাদের এই জগৎ এবং তারই অংশ মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব । এর নামকরণ করা হয়েছেকার্ল মার্কসের নামানুসারে । " মার্কসবাদ হল একটি সঠিক সমাজ - দর্শন , একটি সামগ্রিক চিন্তাধারা । মার্কসবাদ হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ । এটি একটি সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তা । যে - কোন জ্ঞান শৃঙ্খলাতেই এর প্রায়গ সম্ভব । একে আলাদা করে কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতি বা ইতিহাস বা দর্শনের তত্ত্ব বলা যায় না ।

মার্কস ও এঙ্গেলস মানবসমাজের উৎপত্তি , বিকাশ ও ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন । এঁদের মতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় । সামাজিক পরিবর্তন বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনের মত কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে । মার্কস এই সত্যের ভিত্তিতে সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ গড়ে তুলেছেন । মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত । এমিল বার্ণসের মতে , " মানুষ ও জড় পদার্থ— উভয়ের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নিয়মগুলিকে আশ্রয় করেই মার্কসীয় বা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে "।

মার্কস বিশ্বাস করেছেন যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানবসমাজের অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সমাজকে পরিবর্তনের কাজেও ব্যবহার করা যায় । মার্কস - এর মতে দার্শনিকগণ এ যাবৎ পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে কেবল ব্যাখ্যাই করেছেন , কিন্তু আসল কথা হল এই পৃথিবীটাকে(সমাজব্যবস্থাকে) পাল্টে দেওয়া । তিনি বলেছেনঃ "Philosophers have so far only interpreted the world in many ways , the point , however , is to change it ". মার্কসবাদের মহান ঐতিহাসিক কীর্তি হল এই যে , মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতনের অনিবার্যতা এবং নতুন সমাজব্যবস্থা বা শোষণ - পীড়ন থেকে মানবজাতির মুক্তির পথ অর্থাৎ সাম্যবাদের পথ উদ্ঘাটন করেছে । এ দিক থেকে মার্কসবাদ হল সর্বহারা শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতের মতাদর্শ ; তাদের মৌলিক স্বার্থের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ।

মার্কসবাদ হল একটি প্রায়ওগিক মতবাদ । মার্কস শাষিত সর্বহারা শ্রেণীর জীবনধারার মৌলিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে তার মতাদর্শটি উপস্থাপিত করেছেন। মার্কসবাদ পৃথিবীর উপর

আর একটি নিছক তত্ত্বের বোজা হয়ে দাঁড়ায় নি । এই তত্ত্বে এই পৃথিবীর সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে । বলা হয় যে , দর্শনের সঙ্গে তত্ত্বের এবং তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়াোগের যাগাযাগ থাকা বাঞ্ছনীয় । এর মধ্যেই যে - কোন রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার গুরুত্ব নিহিত থাকে । মার্কসবাদে এই যাগাযাগের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট । মার্কসবাদে তত্ত্ব ও প্রয়াগের বা চিন্তা ও কর্মের ওতপ্রাত সম্পর্কটি বিশেষভাবে উল্লেখযাগ্য ।

লেনিনের মতে ' মার্কসবাদ সত্য তাই এ সর্বশক্তিমান ' । এমিল বার্ণস বলেছেনঃ " মার্কসবাদ স্বীকৃতি দাবি করে সত্য হিসাবে , কোন বিমূর্ত নৈতিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নয় । যেহেতু তা সত্য , তাই আজকের পৃথিবীর সকল দুঃখ - অভিশাপের ত্রাস থেকে মানবতাকে মুক্তিদানের কাজে মার্কসবাদকে প্রয়াোগ করা সম্ভব এবং কর্তব্য "। মার্কসবাদ বস্তুগত অস্তিত্বের উপর জোর দেয় । তাই মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক নীতিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয় । মার্কস বলেছেন সত্তাই চেতনাকে নির্ধারিত করে, চেতনা সত্তাকে নির্ধারিত করে না (Being determines consciousness , not the other way round .) । মার্কসের মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যেই একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান । এই দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হল দুটি বিরাোধী শক্তির মধ্যে । অনবরত সংঘাত ও মিলনের প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রতিটি বিষয়ের চরিত্র প্রকাশ পায় । মার্কসবাদ অস্তিত্ব সম্পর্কিত এই দ্বান্দ্বিক বিচারকে সার্বিক ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে । মানুষ ও জড় পদার্থ নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রযাোজ্য । নিয়মগুলিকে ভিত্তি করে মার্কসীয় দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে ।

মার্কসবাদ হল একটি জীবন্ত বিপ্লবী শিক্ষা । এই শিক্ষা নিয়ত বিকশিত ও উন্নত হচ্ছে । নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাকে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ করছে । প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ সম্পর্কিত নিয়মের বিজ্ঞান হিসাবে বা বিশ্বের বিপ্লবী রূপান্তরের বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদ থেমে থাকতে পারে না । মার্কস ও এঙ্গেল - এর মৃত্যুর পর লেনিন মার্কসবাদকে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে প্রয়াোগ ও অগ্রসর করার মহান দায়িত্ব পালন করেন । মার্কসের মৃত্যুর পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত । এখনও মার্কসবাদ নিয়ে বিতর্ক ও বিচার চলছে । কারণ মার্কসীয় দর্শন - চিন্তার নিয়মিত বিকাশ ঘটেছে । প্রত্যেক যুগে লেনিন বা মাও , রাোজা লুক্সেমবার্গ বা কার্ল করশ , স্তালিন বা ট্রটস্কি , লুকাচ বা গ্রাসি প্রভৃতি বিভিন্ন বিপ্লবী তাত্ত্বিক টীকা ভাষ্য সংযাোজনের মাধ্যমে মার্কসবাদের ক্রমবিকাশকে অব্যাহত রেখেছেন ।

মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎস :-

কোন মতবাদ বা দর্শন স্বয়ংভূ হতে পারেনা। সুনির্দিষ্ট একটি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে যে – কোন চিন্তা বা দর্শনের সৃষ্টি হয় । মার্কসীয় দর্শনেরও সুনির্দিষ্ট পটভূমি বা উৎস রয়েছে । পূর্ববর্তী বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে মার্কস উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুশীলন ও বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি মার্কসীয় দর্শনের ইমারত গড়ে তুলেছেন।

আমরা বর্তমানে যাকে মার্কসবাদ বলি তা হল সমাজ ও বিজ্ঞানের দীর্ঘ বিবর্তনের ফলশ্রুতি । মানুষের চেতনা , সংঘবদ্ধতা এবং মতাদর্শগত ধ্যান ধারণার বিকাশের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার

থেকেই মার্কসবাদের সৃষ্টি হয়েছে। "মার্কসবাদী - লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা" (The Fundamentals of Marxist - Leninist Philosophy) গ্রন্থে বলা হয়েছে : " The way for the emergence of Marxism was prepared by the whole social, economic , political and spiritual development of the man , especially by the development of the capitalist system , and the contradictions inherent in that system , by the struggle between the proletariat and the bourgeoisie .

মার্কসবাদের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক নানা বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে বিশিষ্ট মার্কসবাদী বিপ্লবী লেনিনের বক্তব্যই বিশেষভাবে উল্লেখযাোগ্য এবং গ্রহণযাোগ্য। মহামতি লেনিন তার The Three Sources and Three Components of Marxism শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষামালার নাম মার্কসবাদ। জার্মান চিরায়ত দর্শন , ইংরেজী চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ — মানবজাতির সবচেয়ে অগ্রসর তিনটি দেশে আবির্ভূত উনিশ শতকের এই তিনটি প্রধান ভাবাদর্শগত প্রবাহের ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস। " লেনিন আরও বলেছেনঃ " উনিশ শতকের জার্মান দর্শন , ইংরেজী, অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরা ধিকার – ই হল মার্কসবাদ"। তাঁর নিজের কথায়ঃ " His teachings arose as the direct and immediate continuation of the teachings of the greatest represen tatives of philosophy, political economy and socialism ".

বস্তুত মার্কসীয় তত্ত্বের প্রধান প্রধান উপাদান গুলি সংগৃহীতত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে। মার্কস তার 'উদ্‌বৃত্ত মূল্য ' সংক্রান্ত ধারণা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে ; শ্রেণী সংগ্রাম , রাষ্ট্র ও বিপ্লব সংক্রান্ত ধারণা ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছ থেকে এবং দ্বন্দ্ববাদ ও বস্তুবাদ সংক্রান্ত ধারণা লাভ করেছেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিকদের কাছ থেকে।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :---

1) মার্কসবাদের প্রধান রূপকার কে ?
2) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদ বলতে কী বোঝো।
3) মার্কসবাদ কি ভাবে বিকশিত হচ্ছে ?
4) মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।